বাংলাদেশের সমুদ্র বিজয়

এফবিসিসিআই এর পক্ষ থেকে সংবর্ধনা

ভাষণ

শেখ হাসিনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, বুধবার, ২১ চৈত্র ১৪১৮, ৪ এপ্রিল ২০১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

সুধিমন্ডলী,

আসসালামু আলাইকুম।

মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্রসীমা বিরোধ মামলায় বাংলাদেশের ঐতিহাসিক বিজয় উপলক্ষে এফবিসিসিআই আয়োজিত আজকের এই সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

সমুদ্রের উপর অধিকার আদায়ের এ বিজয় বাংলাদেশের জনগণের বিজয়। এ বিজয় বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটি মাইল ফলক। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার জন্য এ এক অনন্য প্রণোদনা। এ বিজয়ের ফলে দেশের বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হল।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭৪ সালেই বঙ্গোপসাগরের উপর আমাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে পদক্ষেপ নেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৪ সালে টেরিটোরিয়াল ওয়াটার্স এন্ড মেরিটাইম জোন আইন প্রণয়ন করেন। দক্ষিণ এশিয়ার কোন দেশেই তখন পর্যন্ত সমুদ্র সংক্রান্ত কোন আইন ছিল না।

আইন প্রণয়নের পর পরই বঙ্গবন্ধু মিয়ানমার এবং ভারতের সাথে সমুদ্র সীমানা নির্ধারণ বিষয়ে আলোচনা শুরু করেন। এ আলোচনায় বেশ অগ্রগতিও হয়েছিল। এ সময় সেন্ট মার্টিন দ্বীপ এলাকার ১২ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত বাংলাদেশের সীমানা নির্ধারণের ব্যাপারে মিয়ানমার সম্মত হয়েছিল।

কিন্তু ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার পর অনেক কিছুর মতই বঙ্গোপসাগরের উপর বাংলাদেশের অধিকার প্রতিষ্ঠার বিষয়টিও স্থবির হয়ে যায়।

জাতিসংঘ ১৯৮২ সালে সমুদ্র বিষয়ক কনভেনশন UNCLOS-III গ্রহণ করে এবং অনুস্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত করে। কিন্তু জাতীয় পার্টি ও বিএনপি সরকার জাতিসংঘের সমুদ্র আইন বিষয়ক এই কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের উদ্যোগ নেয়নি। আমরা ১৯৯৬ সালে সরকারে এসে এ ব্যাপারে উদ্যোগ নেই।

২০০১ সালের ৯ই জুলাই আমরা এই কনভেনশন অনুস্বাক্ষরের অনুমোদন দেই। ২০০১ সালে বিএনপি সরকার ক্ষমতায় এসে সমুদ্র সীমার দাবী আদায়ে কোন পদক্ষেপ নেয়নি। এমন কি সমুদ্র সীমা নির্ধারণে প্রয়োজনীয় বৈজ্ঞানিক সার্ভে পর্যন্ত তারা করেনি।

২০০৯ সালে দায়িত্ব নিয়েই আমরা সার্ভে কার্যক্রম গ্রহণ করে দ্রুততার সাথে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করি। ৮ অক্টোবর ২০০৯ আমরা জার্মানির হামবুর্গে অবস্থিত ITLOS-এ মিয়ানমারের বিরুদ্ধে এবং নেদারল্যান্ডের হেগে আন্তর্জাতিক আদালতে ভারতের বিরুদ্ধে দু'টি মামলা দায়ের করি।

গত বছরের ৮ সেপ্টেম্বর থেকে ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কয়েক দফা শুনানির পর গত মাসের ১৪ তারিখে আমরা ঐতিহাসিক রায় পাই।

এর ফলে উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত এবং এরপর মহীসোপান এলাকায় বাংলাদেশের নিরঙ্কুশ অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের ১ লাখ ১১ হাজার বর্গকিলোমিটার এলাকা এখন আমাদের নিয়ন্ত্রণে।

সুধিবৃন্দ,

আওয়ামী লীগের সঙ্গে অন্য দলের পার্থক্য হচ্ছে আমরা যখনই দেশ পরিচালনার দায়িত্ব পাই, তখনই দেশের মানুষ কিছু পায়। মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন হয়। আর অন্যেরা নিজেদের ভাগ্যের উন্নয়ন করে।

১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে আমরা দেশকে খাদ্যে স্বয়ং-সম্পূর্ণ করেছিলাম। শিল্প-বাণিজ্যে দেশ এগিয়ে গিয়েছিল। আমাদের ৫ বছরে জাতীয় প্রবৃদ্ধির গড় হার ছিল ৫.৫২ শতাংশ। আমরা ৫ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬০০ মেগাওয়াট থেকে বৃদ্ধি করে ৪৩০০ মেগাওয়াট করেছিলাম। বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের উদ্যোগ নিয়েছিলাম।

ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানি চুক্তি সম্পন্ন করেছিলাম। ৩০ বছরের সংঘাতের অবসান ঘটিয়ে আমরা তখন পার্বত্য শান্তি চুক্তি সম্পন্ন করি।

আমাদের এবারের অর্জনগুলো লক্ষ্য করুন। ভারতের সঙ্গে ৬৩ বছরের সীমান্ত বিরোধ, অপদখলীয় জমি এবং ছিট মহলের সমস্যা আমরা সমাধান করেছি। তিন বিঘা করিডোর ২৪ ঘন্টার জন্য খোলা রাখার ব্যবস্থা করেছি। দহগ্রাম-আঙ্গারপোতার মানুষ আর অবরুদ্ধ নয়। সেখানে বিদ্যুৎ গেছে, হাসপাতাল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

শিশু ও মাতৃমৃত্যুর হার হ্রাসের ফলে আমরা জাতিসংঘের এমডিজি পুরস্কার অর্জন করেছি। মিয়ানমারের সঙ্গে সমুদ্র সীমা বিরোধের মীমাংসা হয়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলার রায় ২০১৪ সাল নাগাদ ঘোষিত হবে। সেখানেও আমরা সাফল্য নিয়ে আসব ইনশাআল্লাহ।

অনেকে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা নিয়ে বিভ্রামিত্মকর তথ্য দিয়ে থাকেন। বিশ্ব মন্দা সত্ত্বেও আমাদের অর্থনৈতিক সূচকগুলো অনেক ভাল। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ১০ বিলিয়ন ডলার। গত বছর ৬.৭ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জিত

হয়েছে। জুলাই-ফেব্রুয়ারি সময়ে রপ্তানি খাতে ১৩ শতাংশের বেশি প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে। গত অর্থবছর রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হয়েছিল প্রায় ৪২ শতাংশ। রেমিট্যান্স প্রবৃদ্ধি হয়েছে সাড়ে ১২ শতাংশ। সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির আওতা দ্বিগুণ করা হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ৪০ শতাংশ থেকে করে ৩১ শতাংশ হয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে বাংলাদেশ আজ উদীয়মান অর্থনীতির দেশ।

বিদ্যুত-জ্বালানিসহ অবকাঠামো খাত উন্নয়নে আমরা সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়েছি। কিন্তু তা সত্বেও চাহিদার সঙ্গে তাল মেলানো কঠিন হয়ে পড়েছে। এর কারণ আমাদের আগের ৭ বছরে বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে কোন উন্নয়ন হয়নি। পাশাপাশি এ সময়ে চাহিদা বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে।

প্রায় ৩৩০০ মেগাওয়াট বিদ্যুত জাতীয় গ্রিডে যোগ করার পরও লোডসেডিং করতে হচ্ছে। একবার ভেবে দেখুন, তিন বছরে এ বিদ্যুৎ যোগ না হলে কী অবস্থা হত।

বৈদেশিক সাহায্য কম আসছে বলে অনেকে হতাশা প্রকাশ করেন। কিন্তু আমরা চিরদিনই কি বিদেশি সাহায্যের উপর নির্ভরশীল থাকব? আমরা দেশকে স্বাবলম্বী করে তুলতে চাই। তিন বছরে এডিপির পরিমাণ ১৮ হাজার কোটি টাকা বৃদ্ধি করে আমরা ৪১ হাজার কোটি টাকায় উন্নীত করেছি। সামান্য বৈদেশিক সাহায্য নিয়েই আমরা বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছি।

আওয়ামী লীগ সরকার বরাবরই ব্যবসা-বাণিজ্য প্রসারের পক্ষে। আপনারা নিয়মকানুন মেনে ব্যবসা-বাণিজ্য করুন, আমরা সব ধরণের সাহায্য-সহযোগিতা দেব।

সুধিবৃন্দ,

কোন কিছু অর্জনই শেষ কথা নয়। সে অর্জন ধরে রাখার সক্ষমতা থাকা চাই। আমরা ১৯৯৬-২০০১ সময়ে অনেক কিছুই অর্জন করেছিলাম। পরবর্তীকালে বিএনপি-জামাত জোট সরকার সেগুলো ধরে রাখতে পারেনি।

আমাদের এবারের অর্জনগুলোরও একই অবস্থা হবে, যদি না আমরা সঠিক সিদ্ধান্ত নেই। আমরা সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য রূপকল্প ২০২১ ঘোষণা করেছি। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সরকারের ধারাবাহিকতা থাকা প্রয়োজন।

ব্যবসায়ী সম্প্রদায়সহ দেশবাসীর কাছে প্রত্যাশা দেশের সার্বিক উন্নয়ন ও অগ্রগতির লক্ষ্যে আপনারা সঠিক সিদ্ধামত্ম নেবেন।

আজকের সংবর্ধনা আয়োজনের জন্য আমি এফবিসিসিইকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।